প্রথম আলো

তারিখ AUG. 04 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

আবারও ছাত্রদলের আহ্বায়ক নিশিতা

ইডেনের দুই অধ্যক্ষ অপসারিত হলেও ছাত্রদলের নেত্রীরা বহাল তবিয়তে

মোকাররম হোসেন শুভ

জোট সরকারের আমলে ইডেন মহিলা কলেজের দুই অধ্যক্ষ অপসারিত হয়েছেন। দুজনই মন্ত্রীর স্ত্রী। একজন ছাত্রদল নেত্রীদের সিট-বাণিজ্য বন্ধ করায় অপসারিত হয়েছেন, অন্যজন সিট-বাণিজ্যে সহযোগিতা করায়-ছাত্রী আন্দোলনের মুখে অপসারিত হন। কিন্তু ছাত্রদল কলেজে সিট-বাণিজ্যের হোতা সেলিনা সুলতানা নিশিতা আবারও ছাত্রদল ইডেন কলেজ শাখার আহ্বায়ক হয়েছেন।

গত মঙ্গলবার ছাত্রদলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নিশিতাকে আহ্বায়ক করে ৪৫ সদস্যের কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়। এর আগেও তিনি এ পদে ছিলেন। অন্যান্য পদে যারা আছেন তারাও সিট বাণিজ্য ভর্তি বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে ২০০৪ সালে কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছিল। আবারও পদ ফিরে পেয়ে ছাত্রদল নেত্রীরা গতকাল বৃহস্পতিবার কলেজে আনন্দ মিছিল করেছেন।

নতুন কমিটিতে যুগ্ম আহ্বায়ক পদ পেয়েছেন সাতজন। তারা হলেন—আরিফা সুলতানা রুমা, শওকত আরা উর্মি, আফরিন জাহান সীমা, তাছলিমা আক্তার রেহনা, মাহমুদা সুলতানা রুবিনা, শায়েলা সিদ্দিকী জেনি ও নাছিমা আক্তার কেয়া। গত মার্চ মাসে ছাত্রদল নেত্রীদের সিট-বাণিজ্যের প্রতিবাদে আন্দোলনকারী ছাত্রীদের ওপর হামলায় অংশ নেওয়া পাঁচ কর্মীও কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। তাদের মধ্যে রূপালী, লাভলী, লিপি, জেসি অন্যতম।

ছাত্রদল নেত্রীরা ৯-১০ বছর ধরে কলেজে সিট ও ভর্তি-বাণিজ্য করে চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৫ সালে ভর্তি হলেও নিশিতা এখনো দুর্দণ্ড প্রতাপে কলেজে থাকছেন। শুধু তাই নয়, কলেজের এক ছাত্রীকে জোরপূর্বক এক বিত্তশালী ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য পাঠানোর চেষ্টা করায় ছাত্রীরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল। জেনি, উর্মি, রেহানা চার বছর আগে অনার্স পাস করলেও মাস্টার্স পরীক্ষা দেননি। চার বছর ধরে মাস্টার্স করছেন রুবিনা। সাগর দুই বছর আগে মাস্টার্স করলেও কলেজ ছাড়েননি। রুমার মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ। এরাই আহ্বায়ক কমিটিতে রয়েছেন। আরেক যুগ্ম-আহ্বায়ক আফরিন জাহান সীমা একটি কক্ষ দখল করতে গেলেই ইডেনে সিট বাণিজ্য বন্ধের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

গত ১৫ মার্চ টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল সভাপতি আজীজুল বারী হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু বলেছিলেন, ইডেন কলেজে ছাত্রদলের কোনো নেতা-কর্মী নেই। বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক মিলনও একই কথা বলেছিলেন। তারা বলেছিলেন, দুই বছর ধরে কমিটি নেই বলে সাংগঠনিকভাবে ইডেনে ছাত্রদল নেই। তবে সমর্থক থাকতে পারে।

ঠিক সাড়ে তিন মাস পর আহ্বায়ক হলেন সিট-বাণিজ্য ও ছাত্রীদের ওপর হামলার নেত্রী নিশিতা। আগেও তিনি আহ্বায়ক ছিলেন। আগের বক্তব্য ও নতুন কমিটির বিষয়ে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু বলেন, যাদের নেতৃত্বের উপযোগী মনে হয়েছে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নেত্রীদের ছাত্রদলের কেউ নয় দাবি করার বিষয়ে তিনি বলেন, তখন কমিটির কার্যক্রম ছিল না। দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, তারা নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছেন।